معهد السُّنَّة
بإشراف الشَّيخ هيثم سرحان -وفَّقه الله-

জিলহজ মাসের প্রথম দশকের কতিপয় বিধান:

জিলহজ মাসের প্রথম দশক হচ্ছে মর্যাদা পূর্ণ দিন:

কেননা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই দিনের শপথ করে বলেছেন: {শপথ ফজরের! শপথ দশরাত্রীর} সূরা ফাজর
ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন: এর অর্থ হচ্ছে কোরবানির ১০ দিন,ইমাম হাকিম এটি বর্ণনা করেছেন আর এটাই অধিকাংশ মুফাসসিরীনের মত।

কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:{ এই দশ দিনের সৎ আমলসমূহ আল্লাহর নিকটে দুনিয়ার অন্য সকল দিনের আমল অপেক্ষা বেশি প্রিয়।} সুনানের কিছু কিছু গ্রন্থে এটি বর্ণিত হয়েছে

কেননা এর মধ্যে রয়েছে:
-**তারবিয়ার দিন**
-**আরাফার দিন** আর তা হচ্ছে আরাফাই অবস্থানের দিন
-**কোরবানির দিন** আর তা হচ্ছে ঈদের দিন

আবু ওসমান আন নাহদি (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন:সালাফগন তিনটি দশককে বেশি গুরুত্ব প্রদান করতেন: জিলহজ মাসের প্রথম দশক, রমজানের শেষ দশক এবং মহররমের প্রথম দশক। (এটি আত্-তারগীব ওয়াত্-তারহীব গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে)
শাইখ উসাইমীন রাহিমাহুল্লাহ বলেন: ছাত্রদের জন্য উচিত হচ্ছে সাধারণ মানুষের মাঝে এই দশ দিনের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা কেননা মানুষেরা এ ব্যাপারে গাফেল এবং এর মর্যাদার ব্যাপারে কোন জ্ঞান রাখে না।

জিলহজ মাসের এই ১০ দিনে সাধারণভাবে সকল ধরনের সৎ কাজ করা শরীয়ত সম্মত তবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কিছু কাজ হচ্ছে:

(১) ঈদের দিন ব্যতীত অন্যান্য দিন সমূহে রোজা রাখা:

কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিলহজ মাসের নয় দিন, আশুরার দিন, প্রত্যেক মাসের তিনদিন এবং সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোজা রাখতেন। (আবু দাউদ)
এরমধ্যে আরাফার দিনের রোজা অন্যান্য দিনের রোজা থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন {আমি আল্লাহর নিকটে আশা করি যে, আরাফার রোজার কারণে তিনি পূর্ববর্তী এক বছর ও পরবর্তী এক বছরের গুনাহ মাফ করে দিবেন} মুসলিম

(২) হজ এবং ওমরাহ:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:{ ইসলামের স্তম্ভ পাঁচটি: আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল এই সাক্ষ্য দেওয়া, নামাজ প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত প্রদান করা, হজ করা,রমজান মাসে রোজা রাখা।
(বুখারী ও মুসলিম)
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন: {কবুল হজের একমাত্র প্রতিদান হচ্ছে জান্নাত। } (বুখারী ও মুসলিম)

(৩) কুরবানী করা:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:
{সামর্থ্যবান ব্যক্তি যদি কোরবানি না করে সে যেন আমাদের নামাজের স্থানের নিকটবর্তী না হয়।} (আহমদ ও ইবনে মাজাহ)
তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন:
{যখন তোমরা জিলহজ মাসের চাঁদ দেখবে এবং তোমাদের কেউ কুরবানি করার ইচ্ছা করবে সে যেন তার চুল ও নখ কাটা থেকে বিরত থাকে।}
অর্থাৎ কুরবানী করার পূর্ব পর্যন্ত। (মুসলিম)

(৪) কল্যাণকর কাজে ব্যয় করা:রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

{আল্লাহর নিকটে সবচেয়ে পছন্দনীয় সৎ আমল হচ্ছে এই দিনগুলির আমল (অর্থাৎ জিলহজ মাসের দশ দিন) তারা প্রশ্ন করলেন: হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ থেকেও পছন্দনীয়? তিনি বললেন আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ থেকেও পছন্দনীয়, তবে যে ব্যক্তি তার জান এবং মাল নিয়ে জিহাদে বের হয় অতঃপর জান বা মাল কিছুই ফেরত আসে না, তিনি ব্যতিত।
সুনানের কিছু গ্রন্থে এটি বর্ণিত হয়েছে।

(৫) আল্লাহ তাআলার জিকির:

অর্থাৎ তাকবীর দেওয়া, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা, আলহামদুলিল্লাহ পড়া, কোরআন তেলাওয়াত করা ইত্যাদি.
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:{ তোমরা এই ১০ দিনে বেশি বেশি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ো, তাকবীর দাও, আলহামদুলিল্লাহ পড়ো। } (আহমাদ)
তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন: {সর্বোত্তম দোয়া হচ্ছে আরাফার দিবসের দোয়া, আর সর্বোত্তম কথা হচ্ছে যা আমি এবং আমার পূর্ববর্তী নবীগণ বলে গেছেন: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্-দাহু লা-শারীকা লাহু, লাহুল্ মুল্কু ও-লাহুল হামদু ও-হুওয়া আলা কুল্লি শাই-ইন ক্বদীর।}
(তিরমিযি)

যে সকল জবাই শরীয়ত সম্মত:

(১) হাদী:

তামাত্তু ও ক্বিরান হজ কারীর জন্য পশু কুরবানী (হাদী)করা আবশ্যক।অন্যদের জন্য সুন্নাত। হাজী সাহেব তার জবাইকৃত পশু থেকে খেতে পারবেন এবং হারামের দরিদ্র ব্যক্তিদেরকেও সাদকা করতে পারবেন।

(২) কুরবানি:

সকল মুসলিমের জন্য এটি সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। সক্ষম ব্যক্তির জন্য এটি ছেড়ে দেওয়া কখনোই উচিত নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:
সামর্থ্যবান ব্যক্তি যদি কোরবানি না করে সে যেন আমাদের নামাজের স্থানের নিকটবর্তী না হয়। আহমদ ও ইবনে মাজাহ।

(৩) আক্বীকা:

এটি পিতা অথবা তার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির জন্য সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। এটি প্রত্যেক ওই সন্তানের জন্যই করতে হবে যার ভিতরে রুহ দেওয়া হয়েছে, যদিও সে মৃত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে। এটি হতে হবে:

(ক)ছেলে বাচ্চার জন্য দুটি ছাগল।

(খ)মেয়ে বাচ্চার জন্য একটি ছাগল।

কুরবানি, হজের পশু এবং আক্বীকার পশুর জন্য শর্ত হচ্ছে:

(১) চতুষ্পদ জন্তু হওয়া লাগবে:

আর তা হচ্ছে উট, গরু, ছাগল।

(২) নির্ধারিত বয়স পার হতে হবে:

সুতরাং

(ক) ভেড়ার ক্ষেত্রে ছয় মাস পূর্ণ হতে হবে।

(খ)উটের ক্ষেত্রে ৫ বছর পূর্ণ হতে হবে, গরুর ক্ষেত্রে ২বছর পূর্ণ হতে হবে, এবং ছাগলের ক্ষেত্রে ১বছর পূর্ণ হতে হবে।

(৩) নির্দিষ্ট দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত হতে হবে:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন চার ধরনের পশু কুরবানি বৈধ নয়:

(ক)এমন অন্ধ যার অন্ধত্ব স্পষ্ট।

(খ)এমন অসুস্থ যার অসুস্থতা স্পষ্ট।

(গ)এমন খোঁড়া যার খঞ্জত্বস্পষ্ট।

(ঘ) অত্যাধিক জীর্ণ-শীর্ণ দুর্বল।

সুতরাং কুরবানির পশুটি মোটাতাজা ত্রুটিমুক্ত সুন্দর হওয়া উচিত।পশুটি যত ভালো হবে আল্লাহর নিকটে তা তত বেশি পছন্দনীয় হবে,এবং কুরবানি দাতাও তত বেশি ফজিলত প্রাপ্ত হবেন।
জাবের রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন:আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সময় সাথে হুদায়বিয়ার বছর একটি উট সাতজনে ও একটি গরু সাতজনে কুরবানি করেছিলাম। (মুসলিম)

সন্তান জন্মগ্রহণের সপ্তম দিনে যে সকল কাজ করা শরীয়ত সম্মত:

(১) আক্বীকা:

সুতরাং সন্তান যদি শনিবারে জন্মগ্রহণ করে তাহলে পরবর্তী শুক্রবারে আক্বীকা করতে হবে।

যদি সপ্তম দিনে এই কাজগুলি না করতে পারে তাহলে ১৪তম দিনে করবে, আর যদি ১৪ তম দিনেও না করতে পারে তাহলে ২১তম দিনে করবে।

(২) সন্তানের নামকরণ:

যদি তার জন্য পূর্বেই নাম নির্ধারন করা না হয়।

(৩) মাথা মুন্ডন করা:

এটি শুধুমাত্র ছেলে বাচ্চার জন্য।

(৪) সাদকা করা:

চুলের সমপরিমাণ ওজনের রৌপ্য সাদকা করতে হবে।এটাও শুধুমাত্র ছেলে বাচ্চার জন্য।